মুজিবনগরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন

“শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য এগিয়ে আসুন: শেখান ও সহযোগিতা করুন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন করা হয়েছে।

মেহেরপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, গুড নেইবারস বাংলাদেশ বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সোমবার বিকেলে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সিডিপি ম্যানেজার বিভব দেওয়ান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার প্রতিনিধি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সুপ্রিয়া গুপ্তা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিডিপি এর মেডিকেল অফিসার ডা: ইয়াসিন আল বাশার, সিডিপি এর সি.অফিসার এস এম রিফাত আল- মাহমুদ।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আলোচনা সভায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ এর তাৎপর্য গুরুত্ব, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময়। বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা সম্পর্কে উপস্থিত মায়েদের কে পরামর্শ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে সিডিপি ম্যানেজার বিভব দেওয়ান এর নেতৃত্বে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে মানুষকে সচেতন করতে একটি র্যালি বের করা হয়।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে এলাকার ৭৫ জন মা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন সিডিপির এস এস সাপোর্টার সজীব হোসেন।

মেহেরপুর পৌরসভার যারা প্যানেল মেয়র মনোনীত হলেন

দ্বিতীয়বারের মত মেহেরপুর পৌরসভায় প্যানেল মেয়র মনোনীত হলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহিনুর রহমান রিটন।

রবিবার দিবাগত রাতে পৌরসভা কার্যালয়ে কাউন্সিলরদের মধ্যে আলোচনা সভা শেষে শাহিনুর রহমান রিটনকে ১ নম্বর প্যানেল মেয়র মনোনীত করেন কাউন্সিলরবৃন্দ।

এছাড়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীবকে ২ নম্বর প্যানেল মেয়র ও নারী কোটায় (৭,৮,৯) নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর রোকসানা কামালকে ৩ নম্বর প্যানেল মেয়র মনোনীত করেন। কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিত্বে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এ ঘোষণা দেন।

এর আগে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শুরু হয়। প্যানেল মেয়র নির্বাচনে পৌরসভার সকল কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার জন্মদিন উদযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২ তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মহাফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ

চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদক এমএ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুনসহ সরকারি সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,গাংনী প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম,মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারি,বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে দোয়া পরিচালানা করেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

মেহেরপুরে ডা. বিপুল কুমারের নামে আদালতে মামলা

মেহেরপুর এ্যাপোলো নার্সিং হোমের স্বতাধিকারী ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভুল অপরেশন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১ আগষ্ট মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আমলী আদালতে ২৬৯/৩২৬/৩০৭ ও ৫০৬(২) পেনাল কোড ১৮৬০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে আলতাব হোসেন।

ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আলতাব হোসেন তার আবেদনে বলেন, গত ১৪/০৬/২২ ইং তারিখে তার সন্তান সম্ভাবা বোন মোছা: সামসুন্নাহার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে যান।

তাকে দেখে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ওই সময় এ্যাপেলো নার্সিং হোমের এক অপরচিত লোক (দালাল) ফুঁসলিয়ে এ্যাপোলো নার্সিং হোমে ভর্তি করেন।

সেখানে ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিজারিয়ান অপারেশন করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শে ডা. বিপুল কুমারের তত্বাবধানে ওই নার্সিং হোমেই সিজারিয়ান অপারেশন করেন তিনি। অপারেশন করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনেন।

ওই সময় তারা তাড়াহুড়ো করে ছুরি কাঁচি দিয়ে অপরেশন করতে গিয়ে প্রসাবের নাড়িটি কেটে ফেলে। পরে সেভাবেই পেট সেলাই করে দেন। পরে আমার বোন পানি খেলেই তা বের হয়ে যায়।

বিষয়টি ডা. বিপুল কুমারের স্বরণাপন্ন হলে ভুল চিকিৎসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সিজারের যাবতীয় টাকা ফেরৎ প্রদানসহ তার চিকিৎসার সব দায়ীত্ব বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর মধ্যে রোগীকে নতুন করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বোনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানার পরেও সে এখন আর কোনো প্রকার দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ডা. বিপুল কুমারের অদক্ষতা ও অবহেলায় বোন মোছা: সামসুন্নাহার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। তার কাছে বিষয়টি জানালে সে এখন মামলা না করার জন্য হুমকী দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ডা.বিপুল কুমার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রায় তিন মাস আগে ওই নামে একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে। তবে, প্রসাবনালী কেটে গেছে কিনা আমার জানা নেই।

তারপরেও আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো। তার নামে মামলা হয়েছে কিনা সেটাও জানেনা বলে জানান ডা. বিপুল কুমার।

স্কুলের জমিতে মসজিদ কমিটি

নিয়ে তদন্ত করলেন উপ-পরিচালক

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি সরেজমিনে তদন্ত করেছেন।

রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে সরেজমিনে তদন্ত ও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মসজিদের কথিত কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালেহ উদ্দিন আবলু, সহ-সভাপতি আবুল কাশেম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান, ইয়ানুসসহ মসজিদ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন জমি দখল করেছে।

বিদ্যালয়ের ১০ তলা ভবনের জন্য নির্ধারিত স্থান ও প্রধান শিক্ষকের ক্যাম্পাসের এলাকাও দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে নিয়েছে।

শুধু ঘিরে নিয়েই ক্ষান্ত হননি ওই চক্রটি, দখল করে ঘিরে নেয়া সেই জমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করে মসজিদের সীমানা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় প্রধান শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা খোরশেদা আলম অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবর দখল হওয়া জায়গা উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়ে একটি পত্র পাঠিয়েছেন।

সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক সরেজমিনে তদন্ত করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে মসজিদটি স্থাপন হলেও সেখানে প্রধান শিক্ষককে কমিটির নামে মাত্র সভাপতি রেখে সকল ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা।

এছাড়া ওই কমিটির সদস্যরা কর্তপক্ষকে না জানিয়ে মসজিদের টয়লেট

নির্মাণ করে জোর করে অতিরিক্ত জায়গা দখল করেছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মসজিদ কমিটির ওই সকল সদস্যরা তদন্তকারীর সামনে প্রধান শিক্ষক যখন বলছিলেন, আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ইট পর্যন্ত পাহারা দিয়ে থাকি।

এসময় এসএম আকিব নামের এক যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষককে বলেন “আপনি তো স্কুলে থাকেন না, ইট পাহারা দিলেন কখন? তদন্ত কমিটির প্রধানের সামনেই প্রধান শিক্ষককে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে স্কুলের গাছ, কাঠসহ অন্যান্য উপকরণের খোঁজ নেন তারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, উপপরিচালক স্যার তদন্ত করেছেন। তবে কোন সিদ্ধান্ত জানাননি। সিদ্ধান্ত পরবর্তিতে জানাবেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের মসজিদ কমিটির নিয়ে বিড়ম্বনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে” শিরোনামে গত ২৫ জুন মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর মসজিদ কমিটির ওই সদস্যরা প্রধান শিক্ষককে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকিও দেন।

এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ুন সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী সর্দার (২৬) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে সুমনের বাড়িতে পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে তাকে এই হেরোইনসহ গ্রেফতার করে।

সুমন সর্দার মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শুকুর আলী সর্দারের ছেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর থানার উপপরির্দশক (এসআই) মোমিনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আটক সুমন আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ সোমবার (৮ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের আব্বাছ আলীর ছেলে রাইহান আলী, থানার মামলা নং ১১, ফেনসিডিল মামলার আসামি খোকশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে টনিক(৩৫), হেরোইন মামলা নং ১৩, তারিখ ৬/৮/২০২২ এর আসামি মোনাখালি গ্রামের দিন মহাম্মদের ছেলে ইন্নাত আলী, হাজিরুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, মামলা নং ১৩, তারিখ ০৬-০৮-২২ এর আসামী দারিয়াপুর গ্রামের মুন্না আযমের ছেলে সাব্বির আহম্মেদ ও হেরোইন বিক্রির অভিযাগে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ১২, তারিখ ০৬/০৮/২০২২ এর আসামি আমদহ গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সবুজ হোসেন।নিজস্ব প্রতিবেদক:

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের

মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করায় বাদীর কারাদণ্ড

মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত।

একই সঙ্গে ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন।

আজ রবিবার (৭ আগস্ট) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালটের বেঞ্চ সহকারী মোছা: শেফালী খাতুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি প্রদানসহ কয়েকটি অভিযোগ এনে বাদী মো. হিফাজ উদ্দিন ৩ জনকে আসামি করে একটি ফৌজদারি মামলা করেছিলেন।

আসামিরা হলেন মামলার আসামিরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের সুরত মিস্ত্রির ছেলে আমির হোসেন (৪৫), মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে শিশির আলম (৩৫) ও শিজির আলম (৩০)। মামলার তারিখ ২১/০৯/২০১৯ খ্রি.

কিন্তু বিচার শেষে আদালতের কাছে স্পষ্ট হয় যে, বাদীর অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক। ফলে আদালত আসামিদের খালাস প্রদান করে বাদীকেই ৭ দিনের কারাদণ্ড দেন। একইসঙ্গে বাদীকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করতে বলা হয়েছে আদালতের আদেশে।

আদালত তার আদেশে বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর বা প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ আনয়ন করা হলেও বাদী কিংবা তার কোনো একজন সাক্ষী আদালতে এমন কোন সাক্ষ্য প্রদান করেননি।

এমনকি বাদী নিজেও বলেছেন যে, ২-৩ নম্বর আসামি ঘটনাস্থলেই ছিল না। জমি জমা নিয়ে পূর্ব বিরোধের জের ধরে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী এহান উদ্দীন মনা বলেন, এ ধরণের যুগান্তকারী রায় মিথ্যা মামলা বন্ধে ভুমিকা রাখবে।

এর ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আইন আদালতের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়বে। মিথ্যা মামলার ফলে হয়রানি থেকেও নিরীহ মানুষ মুক্তি পাবে।

গাংনীতে ঋণ ও নারী নির্যাতন মামলায় ২ জন গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলার এজাহার নামীয় ১ নং আসামি শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শিমুল গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত (২০০৩) এর ১১(খ)ধারায় দায়ের হওয়া মামলায় আদালত তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। এছাড়া ঋণ পরিশোধ না করায় এনজিও সংস্থার দায়ের করা মামলায় গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী গোলেনুর খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শানিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাদের বাড়িতে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামী গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই রাতুল, এসআই আশিক, এএসআই জান্নাতুল বাকী ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

এসআই মাসুদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল

হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী বয়েজ
(৪২) কে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত বয়েজ গাংনী উপজেলার করমদী মাঠপাড়া এলাকার আজহারুল ইসলামের ছেলে।জিআর ২৫৬/১০ সালের একটি মামলায় আদালত তাকে তিন বছরের সাজা প্রদান করেন। সে সময় আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত বয়েজকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।